পুজো আসছে

মীরা সেনগুপ্ত

কি কুক্ষনেই যে মাথাটা এত গরম হল তনিমার (নামটা কাজের বাড়ির মেয়ের নিজের করে নিয়েছে), এই তো মাস সাতেক হল কাজটা ধরেছে। স্কুলের ম্যাডাম, দেওয়ার হাত ভালো। সামনের মাসটা পেরোলেই পুজো।

তিন হাজার টাকার রান্নার কাজ – বলেই ঢুকেছে বোনাস দিতে হবে। কিন্তু কি করবে তনিমা। মাঝে মাঝেই কিছুনা কিছুর জন্য কামাই হয়ে যাচ্ছেই। এই তো শশুর মারা গেল – গ্রামের বাড়িতে জমি - জমা, ভাগাভাগি, বার বার যাতায়াত। মাসে পাঁচ-ছ-দিন থেকে দশ বারো দিন কামাই করেছে। পুরো টাকায় মাসের শেষে পেত। ওরা যে অসহায়। চাকরি, রান্না, সংসার, ছেলে - মেয়ে। মুখ বুজে তনিমাদের বেপরোয়া সব কিছু মেনে নেয় – বিহু, দোলা, তিতলি ম্যাডামরা। স্বপ্ন দেখে তনিমা, পুরোনো কম টাকার কাজ গুলো থেকে কত আয় হবে। সাথে নতুন কাজের টাকা, ছেলে মেয়ে নিয়ে পুজোটা এবার দেখার মতো কাটাবে।

বিহু ম্যাডামও কম নয়। এত অত্যাচারে অতিষ্ট। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে পুজোর ছুটির আগেই ওকে বিদায় করবে। এই যে দিনের পরদিন কামাই, কিদুঃসহ – টাকা ,পরিশ্রম, বিশৃঙ্খলা অশান্তি। সব মিলিয়ে যে একেবারে বিধস্ত ও হিংস্র। বের করে দেবে, পুজোর আগেই।

তাই সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি। “না পোষালে ছেড়ে দাও।" খুব দাপটের সাথে বলে ফেলে তনিমা। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিহু ম্যাডাম আঙুল উচিয়ে“ যাও চলে যাও। তোমার মুখ যেন আর না দেখি।“

পুজোর মণ্ডপটা যেন হটাৎ ঝড়ের দাপটে অর্ধেক ধ্বসে গেল।✍